দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 18 MAY 2009
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী

গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের আর্থিক সুবিধা বাড়ানোর আহবান

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

গতকাল রবিবার উৎসবমুখর পরিবেশে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ১২তম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রথমবারের মতো বসুন্ধরার নিজস্ব ক্যাম্পাসে এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাঝে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যায়। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গরিব এবং মেধাবী শিক্ষার্থীদের আর্থিক সুবিধা বাড়ানোর আহবান জানিয়ে বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অধিক বেতন ও অন্যান্য ফি'র কারণে গরিব মেধাবী এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানরা লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে গরিব শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পর্যাপ্ত সুযোগ তৈরি করতে হবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় তাদেরকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ দিতে পারে। তিনি বলেন, ৫০'র অধিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় দেশে উচ্চ শিক্ষায় বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। শুরু থেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয় তার সঠিক কার্যক্রমে প্রশংসা অর্জন করেছে। বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বাইরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে। তিনি বলেন, বর্তমানে আমরা অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছি। মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নিরক্ষর। আবার অর্ধেক শিশুরা নানাবিধ কারণে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারছে না।

অনুষ্ঠানে সমাবর্তন বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত অস্ট্রেলিয়ার হাইকমিশনার ড. জাসটিন লি। তিনি গ্রাজুয়েট শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি সমাজ এবং রাষ্ট্রের কল্যাণের প্রতিও সচেতন রয়েছে।

অনুষ্ঠানে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান এম এ আউয়াল বলেন, ১৬ বছরের অধিক সময়ে সকলের সম্মিলিত ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে ১২তম সমাবর্তন নিজস্ব ক্যাম্পাসে করতে সক্ষম হয়েছি। এই ক্যাম্পাসের পরিধি আগামীতে আরো বাড়ানো হবে। তিনি এই সফলতার পেছনে যাদের অবদান রয়েছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানান।

ইউনিভার্সিটির ভিসি অধ্যাপক ড. হাফিজ জি এ সিদ্দিকী বলেন, বর্তমান বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য শিক্ষার্থীদেরকে দক্ষভাবে গড়ে তুলতে হবে। এছাড়াও অনুষ্ঠানে ভেলিডিকটোরিয়ান অমিত খন্দকার, স্কুল অব বিজনেসের ডীন সমাবর্তন মার্শাল ড. গোলাম মোহাম্মদ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতির পক্ষে শিক্ষামন্ত্রী ১০৭৪ জন গ্রাজুয়েট শিক্ষার্থীর ডিগ্রির কনফার্ম করেন। এর মধ্যে আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামের বিভিন্ন বিভাগের ৮১৬ এবং গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামের বিভিন্ন বিভাগের ২৫৮ জনকে ডিগ্রি প্রদান করা হয়। আন্ডার গ্রাজুয়েট ইটিই প্রোগ্রামের অমিত খন্দকার এবারের সমাবর্তনে ভেলিডিকটোরিয়ান ও চ্যান্সেলর গোল্ড মেডেল অর্জন করেন। এছাড়াও বিবিএ'র ফারজানা ফিরোজ আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামে ভাইস-চ্যান্সেলর গোল্ড মেডেল এবং গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামে এমবিএ'র শফিকুর আহমেদ চ্যান্সেলর গোল্ড মেডেল অর্জন করেন।